সাম্রাজ্যের তৈরি বাধা পেরিয়ে দেশে দেশে সংহতির হাত বাড়িয়ে দিয়েছে অদম্য কিউবা

ফারুক চৌধুরী

অনুবাদ: মনিরুল ইসলাম নাবিল

[প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছে কাউন্টার কারেন্টসে, ২০২০ সালের ১৭ই এপ্রিল তারিখে (মূল প্রবন্ধের লিংক: https://countercurrents.org/2020/04/undaunted-cuba-defies-the-empire-and-extends-hands-of-solidarity-to-continents/)। এছাড়া ঢাকা থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক *নিউ এজ*য়ে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে ২০২০ সালের ৯ই জুন তারিখে। বাংলায় প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় নব গণগ্রন্থের ওয়েবসাইটে (nggbooks.wordpress.com), ২০২০ সালের ৩০শে জুন তারিখে।]

মহামারীর আঘাতে বিপর্যস্ত বর্তমানের এ পৃথিবীতে অদম্য কিউবা সংহতির যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, তা এক আধুনিক মহাকাব্য। এখন সাম্রাজ্য, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া আর কেউ এ সত্য অস্বীকার করে না।

দেশে দেশে মহামারী মোকাবেলায় কিউবার যে ভূমিকা, তা মানব ইতিহাসে অভূতপূর্ব: সাম্রাজ্যের চাপিয়ে দেওয়া মানব ইতিহাসের দীর্ঘতম অর্থনৈতিক অবরোধের মধ্যে থাকা এ দ্বীপ-রাষ্ট্রটি অন্যান্য দেশের দিকে মানবতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, মহামারীকে পরাজিত করতে স্বাস্থ্য সহায়তা পৌঁছে দিচ্ছে। অন্যদিকে, জীবন রক্ষা করার চিকিৎসা সামগ্রী কিউবায় পৌঁছাতে বাধা দিচ্ছে সাম্রাজ্য, আসলে আটকে দিয়েছে – মানবতার একটি উদ্যোগ মোকাবেলা করছে সাম্রাজ্যের নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতাকে। এই বাস্তবতায়ও অদম্য রয়েছে কিউবা, লিখে চলেছে মানব ইতিহাসের পৃষ্ঠায়: সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধের ব্যবস্থায় যে মূলনীতিগুলো পথ নির্দেশ করে চলে, মানবতাবোধ সেগুলোর মাঝে অন্যতম। আর, কিউবা এই মূল্যবোধের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখন কিউবার গড়ে তোলা এ বাস্তবতা মূলধারা অস্বীকার করতে পারে না।

হাভানা থেকে ৩রা এপ্রিল, ২০২০ এ প্রাপ্ত সংবাদ সংস্থা *এপি*র এক প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল: "যুক্তরাষ্ট্রকে উপেক্ষা করে কিউবার ডাক্তাররা পৃথিবীজুড়ে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন।" এই শিরোনামই কিউবা-বাস্তবতা বলার জন্য যথেষ্ট।

আন্দ্রে রডরিগেজের এ প্রতিবেদনে একটি প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে: কিউবার স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরা নিজেদের রাষ্ট্র থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে পৃথিবীজুড়ে রোগীদের সেবা দিয়ে চলেছেন। কিউবার এ বিশিষ্ট কার্যক্রমকে দুই বছর ধরে ট্রাম্প প্রশাসন দমন করার চেষ্টা করছে। যুক্তরাষ্ট্র বেশ কয়েকটি বিজয়

পেয়েছে, তা হচ্ছে – ব্রাজিল, ইকুয়েডর ও বলিভিয়ায় বামপন্থী সরকারগুলোকে হটিয়ে দিয়ে ওয়াশিংটনের বন্ধু যে সরকারগুলো ক্ষমতায় এসেছে, তারা নিজ নিজ দেশ থেকে কিউবার এ কার্যক্রমের এমন হাজার হাজার স্বাস্থ্যসেবা কর্মীকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে।

যাই হোক, প্রতিবেদনটি বর্তমানের ঘটনাও বর্ণনা করে: কিউবার ডাক্তাররা নানা দেশে মহামারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নতুন অভিযানে যাত্রা করেছেন।

প্রতিবেদন অনুসারে, কিউবার ডাক্তার ও নার্সরা ইতালির করোনা মহামারীতে বিপর্যস্ত অঞ্চল লম্বার্ডির ক্রেমা শহরে অক্সিজেন ও নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রের বিছানাসহ (আইসিইউ বেড) একটি মাঠ পর্যায়ের হাসপাতাল দাঁড় করিয়েছেন। লম্বার্ডির অবস্থা ছিল শোচনীয়।

সাম্রাজ্যের অন্যায় দাবি

এপির এ প্রতিবেদন প্রেক্ষাপটের আরেকটি অংশও বর্ণনা করে: মহামারী এবং দেশে দেশে চিকিৎসা সহায়তার প্রয়োজন সত্ত্বেও, ট্রাম্প প্রশাসন কিউবার স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের সাথে চুক্তি করতে বিভিন্ন দেশকে নিরুৎসাহিত করে চলেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র বিভাগের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়: "যে সব দেশ কোভিড-১৯ এর জন্য কিউবার সাহায্য চাচ্ছে, তাদের উচিত চুক্তি আরও সূক্ষ্মভাবে যাচাই করা এবং শ্রমিকদের সাথে বাজে ব্যবহার বন্ধ করা।"

[এ কথা শুনে, কোনো পাঠকের হাসা উচিত হবে না। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি শ্রম শোষণের এ ইস্যুটি তুলছে এমন সময়, যখন তাদের নিজেদের চর্চাগুলো, আইনগুলো, শ্রম সম্পর্কিত চুক্তিগুলো আর লুকোনো সত্য নয়: এটি শোষক শ্রেণীদের পক্ষে, এটি বেঠিক, অন্যায্য, অনেক ক্ষেত্রে ন্যূনতমটুকু নাগালের বাইরে রাখে, এটি অপব্যবহারকারী এবং নিষ্ঠুর। বাস্তব ক্ষেত্রে, মজুর শ্রেণীর জন্য সংহারমূলক, আর মুনাফা হচ্ছে চড়া। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব, এবং সাম্রাজ্যবাদী-বচন জালিয়াতিতে, অসারবস্তুতে পূর্ণ, বেঁচে থাকে মিথ্যা নিয়ে!]

ফিদেলের দূরদর্শীতা

কিউবার প্রায় ৩৭ হাজার স্বাস্থ্যসেবা কর্মী বর্তমানে ৬৭টি দেশে রয়েছেন। দুর্যোগ পরিস্থিতি এবং বড় ধরনের মহামারী পরিস্থিতি বিষয়ে বিশেষায়িত হেনরি রিভ ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কনটিনজেন্ট বা হেনরি রিভ সেবা দলের [এরপর থেকে হেনরি রিভ সেবা দল নামে উল্লিখিত হয়েছে।] কমপক্ষে ৫৯৩ জন ডাক্তার সম্প্রতি করোনা মহামারী মোকাবেলায় বেলিজ, ডমিনিকা, গ্রেনাডা, জামাইকা, নিকারাগুয়া, সেইন্ট কিটস এন্ড নেভিস, সেইন্ট ভিনসেন্ট এন্ড গ্রেনাডাইনস, সুরিনাম, ভেনিজুয়েলায় গিয়েছেন। এদের মাঝে কয়েকটি দল এমন স্থানে গিয়েছেন, যেখানে ইতিমধ্যে কিউবার মেডিকেল মিশন বা স্বাস্থ্যসেবা মিশন [এরপর থেকে স্বাস্থ্যসেবা মিশন হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে] কর্মরত রয়েছেন। এ দলগুলো সেই স্বাস্থ্যসেবা মিশনগুলোকে শক্তিশালী করেছে। আর্জেন্টিনার কর্মকর্তারা বলেছেন যে, তারা করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে কিউবা থেকে সম্ভাব্য সহায়তার কথা আলোচনা করছেন। কিউবা থেকে

অ্যাঙ্গোলায় পাঠানোর জন্য আরেকটি স্বাস্থ্যসেবা মিশনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ব্রাজিলের বলসোনারো, মার্কিন বন্ধু এ ডানপন্থী প্রেসিডেন্ট, যিনি মাসখানেক আগে কিউবার ডাক্তারদের ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহায্য করার জন্য আবার সেই কিউবার ডাক্তারদের আমন্ত্রণ জানানোর কথা চিন্তা করছেন।

ফিদেল ক্যাস্ত্রো ২০০৫ সালে হেনরি রিভ সেবা দল সংগঠিত করেছিলেন। এই স্বাস্থ্যসেবা দলের নাম দেওয়া হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন আমেরিকান স্বেচ্ছাসেবকের স্মরণে, যিনি স্পেনের কাছ থেকে কিউবার স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ছোঁয়াচে রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এই স্বাস্থ্যসেবা দলকে পাঠানো হয়। এটা ছিল ফিদেলের দর্শন – সংহতি গড়ে তোলো, বন্ধুত্ব গড়ে তোলো, যে বন্ধুত্ব মানবতার জন্য, বন্ধুত্ব মুনাফার জন্য নয়, কখনোই মর্যাদা বিসর্জন নয়।

যাই হোক, দেশের বাইরে কিউবার স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে সাম্রাজ্য তার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে কিউবা এ প্রচারণার জবাব দেয়। কানাডায় কিউবার রাষ্ট্রদূত জোসেফিনা ভিদাল একবার *টুইটারে* লিখেছিলেন, "আপনাদের লজ্জা পাওয়া উচিত। কিউবা ও তার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ডাক্তারদের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রচারণা চালানোর বদলে আপনাদের উচিত হাজার হাজার অসুস্থ আমেরিকানের সেবা করা, যারা আপনাদের সরকারের লজ্জাজনক অবহেলা আর আপনাদের ব্যর্থ চিকিৎসা ব্যবস্থার অক্ষমতার কারণে ভুগে চলেছেন।"

সমুদ্র পেরিয়ে

এমনও হয়েছে যে, বিগত কোনো একটি সপ্তাহে কিউবার স্বাস্থ্যসেবা দলের সদস্যরা প্রায় প্রতি দিন অনেক দেশের উদ্দেশ্যে কিউবা থেকে রওনা হয়েছেন। কয়েক সপ্তাহ আগেও কমপক্ষে ১১টি স্বাস্থ্যসেবা দল মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে কিউবা ছেড়েছেন।

করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সংহতির নিদর্শন স্বরূপ কিউবার ডাক্তাররা বেশ কয়েকটি ক্যারিবীয় দ্বীপ-রাষ্ট্রে পৌঁছানোর পর সে সব দেশ তাদের জনগণের পক্ষ থেকে কিউবার চিকিৎসা দলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছে।

নানা দেশে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নেতৃত্ব কিউবার স্বাস্থ্যসেবা মিশনকে বিমানবন্দরে এসে বরণ করেছে। উদাহরণ হিসেবে, সেইন্ট ভিনসেন্ট এন্ড গ্রেনাডাইনসের প্রধান দ্বীপ লেসার এনটিলেসে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী র‍্যালফ গনসালভেস মিশনকে বরণ করেছেন। তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন "ফিদেল ও রাউলের কিউবা"কে, এবং "ধারাবাহিকতা ধরে রাখা" প্রেসিডেন্ট দিয়াজ-কানেলকে। এন্টিগুয়া এন্ড বার্বুডায় ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ পার্টি কিউবার মেডিকেল ব্রিগেডকে বা স্বাস্থ্যসেবা বাহিনীকে [এরপর থেকে স্বাস্থ্যসেবা বাহিনী হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে।] ভ্রাতৃত্বমূলক উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছে। অন্যদিকে জামাইকার প্রধানমন্ত্রী এন্ড্রু হোলনেস টুইটারে লিখেছেন, "মহামারীর বিরুদ্ধে এ লড়াইয়ে কিউবার সহযোগিতাকে জামাইকা প্রশংসা করে।"

হাইতিতে, কিউবার যে ডাক্তারগণ তাঁদের মিশন শেষে দেশে ফেরার অপেক্ষায় ছিলেন, তাঁরা সে দেশেই থাকছেন। ভাইরাসকে রুখে দিতে সে দেশে কিউবার যে নতুন স্বাস্থ্যসেবা দল গিয়েছে, তাঁদের সাথে

যোগ দিয়েছেন এ ডাক্তারগণ। কলেরা, হারিকেন ম্যাথিউ এবং ভূমিকম্পের সময় হাইতির জনগণের দিকে কিউবার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার ইতিহাসের কথা স্মরণ করেছেন হাইতির স্বাস্থ্যমন্ত্রী মেরি গ্রেটা রয় ক্লেমেন্ট।

এমন হয়েছে যে, বিগত সপ্তাহগুলোর কোনো একটি সপ্তাহে স্বাস্থ্যসেবা দলের এক বাহিনী যখন নামছিল সেইন্ট ভিনসেন্ট এন্ড গ্রেনাডাইনসে, আরেক দল তখনই উড়ে যাচ্ছিল সেইন্ট লুসিয়ায় সহায়তার জন্য, আরেক দল সেই সময় উড়ে যাচ্ছিল সমুদ্রের উপর দিয়ে অন্য আরেক দেশকে সাহায্য করতে। এ দৃষ্টান্ত আর কোনো দেশ স্থাপন করতে পারে নি।

লেয়ডিস মারিয়া ল্যাব্রাডর হেরেরা ২৪শে মার্চ, ২০২০ এ গ্রানমাতে লেখেন:

জীবন বাঁচানোর মহৎ দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়ে এ যাবৎ কিউবার ৪ লক্ষেরও বেশি সন্তান পৃথিবীজুড়ে আশার বাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন। ১৬৪টি জাতি সাক্ষ্য দিতে পারবে ৫৬ বছর ধরে চলে আসা সংহতির এ নিদর্শনের। কিউবার সংহতির এ নিদর্শনের ক্ষেত্রে একটি বিষয় বিবেচনায় নিতে হয়। এই দ্বীপ-রাষ্ট্রের উপর সাম্রাজ্যবাদ গণহত্যার তুল্য এক অবরোধ চাপিয়ে দিয়েছে। ফলে দেশটি অর্থনৈতিকভাবে দম আটকানো পরিস্থিতি বিরামহীনভাবে মোকাবেলা করে চলেছে।।

কিউবার সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, আন্তর্জাতিকভাবে এ স্বাস্থ্যসেবা সহায়তা অব্যাহত রাখা হবে। আর কিউবার আন্তর্জাতিকতাবাদী ডাক্তাররা যে সব দেশে রয়েছেন, সেখানে তাদের প্রচেষ্টা হলো এ মহামারীকে মোকাবেলা করা এবং সে সব দেশের সরকারের গ্রহণ করা পদক্ষেপগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাহায্য দিতে থাকা।

লেয়ডিস মারিয়ার কথা অনুসারে: মহামারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে রোগের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করতে কিউবার বিশেষজ্ঞরা ভেনিজুয়েলায় পৌঁছেছেন মধ্য-মার্চে। তাঁদের অনুসরণ করে গিয়েছেন স্বাস্থ্যসেবা বাহিনীর ১৩৬ জন। তাঁদের কাজ হল বিভিন্ন এলাকায় প্রাথমিক সেবা শক্তিশালী করা, যা ভাইরাস মোকাবেলার ক্ষেত্রে মুখ্য।

মার্চের ১৮ তারিখে কিউবার স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরা নিকারাগুয়ায় পৌঁছেছেন।

মার্চের ২০ তারিখ, স্বাস্থ্যসেবা দলের ৫১ জন গিয়েছেন সুরিনামে।

গ্রেনাডার উদ্দেশে স্বাস্থ্যসেবা দল রওয়ানা দিয়েছে মার্চের ২০ তারিখ।

২১শে মার্চ, ১৪০ জনের একটি দল জামাইকার উদ্দেশে রওয়ানা দেয়।

ইতালি ছিল পৃথিবীর সব চেয়ে তীব্রভাবে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত অঞ্চল। ইউরোপের এ দেশ ছিল সব চেয়ে নৈরাজ্যপূর্ণ ও প্রাণান্তকর পরিস্থিতিতে। আর লম্বার্ডি ছিল এ রোগের কেন্দ্রস্থল। সেখানে প্রতি দিন অনেক মানুষ মারা যাচ্ছিলেন। একদিকে স্বাস্থ্যব্যবস্থা পড়েছিল ভেঙে, অন্যদিকে স্বাস্থ্যকর্মীর দল হয়ে পড়েছিলেন হয়রান। হেনরি রিভ সেবা দলের ৫২ জন ডাক্তার ও নার্সের একটি বাহিনী ইতালিতে পৌঁছায় ২২শে মার্চ। এপ্রিলে সেখানে যায় কিউবার আরেকটি স্বাস্থ্যসেবা দল।

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের পূর্বেই যে সব দেশে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কিউবা সহায়তা করে যাচ্ছিল, তাদের মাঝে ত্রিশটি দেশে বর্তমানে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ রয়েছে। আর, এ সব দেশে কিউবার ডাক্তার ও নার্সরা ভাইরাসটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। কিউবার স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের দুটি দরকারি হাতিয়ার রয়েছে: প্রমাণিত পেশাগত সক্ষমতা এবং দৃঢ় দায়িত্বজ্ঞান।

আবেল রেয়েস মনটেরো লিখেছেন, এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৬১টি দেশে কিউবার ২৮,২৬৮ জন স্বাস্থ্যসেবা কর্মী এ মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। উপরে উল্লিখিত দেশগুলো ছাড়াও এ দেশগুলোর মাঝে রয়েছে আলজেরিয়া (৪৭টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৮৯১ জন সদস্য), চীন, গুয়াতেমালা, কুয়েত, কাতার (৪৯৯ জন সদস্য), দক্ষিণ আফ্রিকা (২১৬ জন সদস্য) ও টোগো।

বিপুল ঝুঁকি সত্ত্বেও

১৭ই মার্চ, ২০২০ এ গ্রানমায় প্রকাশিত রেয়েস মনটেরোর প্রতিবেদনে কিউবার স্বাস্থ্যসেবা সহায়তার কেন্দ্রীয় ইউনিটের (ইউসিসিএম) পরিচালক ডক্টর জর্জ হিডালগো বাসটিলোকে উদ্ধৃত করে বলা হয়: বয়স ৫৯ বছরের বেশি হওয়ায় এবং বিভিন্ন দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত থাকায় এসব স্বাস্থ্যসেবা মিশনের ৫৭% সদস্য উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছেন। এসব মিশন কাজ করে সীমান্ত এলাকায়, দূরের প্রত্যন্ত সব এলাকায়। যে সব দেশে তারা সেবা দিচ্ছেন, তার মাঝে কয়েকটি দেশে স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামো দুর্বল। কয়েক জন সদস্য বর্তমান মিশনের ঠিক আগেই আরও ৭-৮টি স্বাস্থ্যসেবা মিশনে গিয়েছেন। কিউবার ওষুধ পাঠানোর মাধ্যমে ফিদেল পৃথিবীজুড়ে এ সংহতিমূলক সহযোগিতার প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন আলজেরিয়াতে।

লেয়ডিস মারিয়া লিখেছেন, কয়েকটি দেশ "কিউবার সহযোগিতার জন্য অনুরোধ করেছে। আর রাজনৈতিক অস্থিরতা, নিখাদ নয়া উদারবাদ এবং কিউবার সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণা থেকে অন্য দেশগুলো কিউবার সহযোগিতাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু, উল্লেখ্য যে, এমএস ব্রেমার প্রমোদতরীকে নিরাপদ সমুদ্র বন্দর ব্যবহার করতে দেয়ার ক্ষেত্রে কিউবার সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে এ পরিস্থিতিতে দেশ হিসেবে কিউবার নীতি খুব পরিষ্কার।[*] এতে বলা হয়েছে: 'এখন সময় সংহতির, স্বাস্থ্যকে মানবাধিকার হিসেবে উপলব্ধি করার সময় এখন, আমাদের সবার সম্মুখে থাকা একই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা শক্তিশালী করার সময় এখন, যে মূল্যবোধগুলো বিপ্লবের এবং আমাদের জনগণের মানবীয় চর্চার মূল, সে মূল্যবোধগুলোর সময় এখন।'"

ব্রিটিশ জাহাজ কোম্পানি ফ্রেড অলসেন ক্রুজ লাইনের মালিকানাধীন প্রমোদতরী এম এস ব্রেমারের নাবিকরা করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত যাত্রীদের নিয়েই ক্যারিবীয় সাগরে কয়েক দিন ভাসছিলেন। কিন্তু যুক্তরাজ্যের কোনো বন্ধু দেশই জাহাজটিকে নিজেদের বন্দরে ভিড়তে দেয় নি।

গ্রানমাতে ১৮ই মার্চ, ২০২০ এ এনরিকে মরেনো গিমেরানেজ লিখেছেন:

"যুক্তরাজ্য সরকারের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জাহাজটি সে অঞ্চলের কয়েকটি বন্দরে ভিড়তে পারার অনুমতি পায় নি। কিন্তু সমুদ্রে ভাসমান জাহাজে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত এ যাত্রীদের জীবন নিয়ে

সংশয় দেখা দেয়। অন্য যাত্রীরাও ঝুঁকিতে ছিলেন। এ জরুরি পরিস্থিতি মনগড়া কোনো বিষয় ছিল না।"

"সেই পরিস্থিতিতে কিউবা বললো, "হ্যাঁ", এবং এত প্রতিকূলতার মাঝে, বিনয়ের সাথে, কোনো প্রচার নয়, প্রতিদানে কোনো কিছুই না চেয়ে, একটি নিরাপদ বন্দরে জাহাজটিকে ভিড়তে পারার অনুমতি দেয়। যারা বিপর্যয়ের সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার এ মূল্যবোধ সম্পর্কে অজ্ঞ, হয়তো কিউবার এমন সিদ্ধান্ত তাদের কাউকে কাউকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিয়েছিল।"

"কিন্তু, সহযোগিতার সুযোগ কিউবার অধিকাংশ নাগরিককে দেশপ্রেমের গর্বে গর্বিত করে তোলে। পৃথিবীর সকল প্রান্তের মঙ্গলকামনাকারী মানুষের কাছে এ আবেগ বোধগম্য। কারণ করোনা ভাইরাসের এ সময়ে, এ গ্রহজুড়ে 'সাহায্য, সহযোগিতা, একত্রে কাজ করা'ই হওয়া উচিত রীতি। কারণ মানব সভ্যতার এবার বোঝা উচিত, কেবল একসাথে চেষ্টা করলেই সর্বত্র বিস্তৃত প্রতিকূল পরিস্থিতি ও দুর্দশা পার হওয়া সম্ভব।"

"কিউবা তার মূলনীতিগুলোর প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই ব্রিটিশ জাহাজটিকে কিউবার বন্দরে ভিড়তে পারার অনুমতি দেয়া ছাড়া অন্য কিছু সে করতে পারত না। আর এটা যে আমরা এই প্রথম করেছি, তাও নয়। কিউবার জনগণের চরিত্রে মিশে আছে সংহতি। আমাদের অনন্য পরিচয়ের অংশ হচ্ছে সংহতি। আর তা আমাদের ইতিহাসের স্মরণীয় অধ্যায়গুলো রচনা করেছে।"

"হয়ত এ কারণগুলোর জন্যেই কোভিড-১৯ এর এ সময়ে সমগ্র পৃথিবী আশাবাদী চোখে কিউবা ও তার জনগণের দিকে তাকিয়ে আছে, যারা সমস্ত কষ্ট আর ভয়ংকর এক অবরোধের মুখে দাঁড়িয়েও সহায়তার ডাকে সাড়া দিতে দ্বিধা করেন নি।"

চরম দুর্দশার সময়ে কিউবার সংহতির হাত বাড়িয়ে দেয়ার বিষয়টি সাম্প্রতিক কোনো ঘটনা নয়। কিউবার স্বাস্থ্যসেবা কর্মীরা আফ্রিকায় ইবোলার বিরুদ্ধে, ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে অন্ধত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এবং পাকিস্তানে ভূমিকম্পের আহতদের উদ্ধার কাজে গিয়েছেন। কিউবার হেনরি রিভ সেবা দলের ২৬টি কর্মীদল ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, ইকুয়েডর, পেরু, চিলি, ভেনিজুয়েলাসহ অন্যান্য দেশে গিয়েছেন।

কিউবার সরকার মধ্য-এপ্রিলে বলেছিল: এ মহামারীকে নিয়ন্ত্রণ করতে যে সব দেশের সহায়তা প্রয়োজন, সে সব দেশে কিউবা আরও স্বাস্থ্যসেবা কর্মীবাহিনী পাঠাতে প্রস্তুত রয়েছে। টুইটারে কিউবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রুনো রডরিগেজ বলেছিলেন, "আমরা সংহতির পক্ষে, এমনকি মহামারীর এ সময়েও।"

এনরিকে মরেনো গিমেরানেজ লিখেছেন, এগুলো হল "কিউবার জনগণের পক্ষ থেকে সংহতির প্রকাশ। তারা স্বাস্থ্যকে মানুষের একটি অধিকার হিসেবে দেখেন। যেভাবেই সম্ভব সাহায্য করি, আর আমাদের যা আছে, তাই ভাগাভাগি করে নিই, তাদের সাথে ভাগাভাগি করে নিই, যাদের এ কঠিন সময়ে তা সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন। কিউবার জনগণ এভাবে সংহতি প্রকাশ করেন।" "যেভাবেই সম্ভব সাহায্য করি, আর আমাদের যা আছে, তা এ কঠিন সময়ে যাদের সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের সাথে ভাগাভাগি

করে নিই" – চলার পথের এ ধরনটির মাঝে লুকিয়ে আছে যে দর্শন ও আদর্শ, তা পুঁজিবাদী দর্শন ও আদর্শ নয়।

বাজারের কোনো ভূমিকা নেই

এ কাজগুলো মুনাফার উদ্দেশ্য নিয়ে চালিত নয়, বাজার দিয়ে চালিত নয়, আধিপত্য বিস্তারের জন্য গৃহীত কোনো ভূ-রাজনৈতিক পদক্ষেপ দ্বারা চালিত নয়। কিউবার জনগণের কার্যক্রম আর সাম্রাজ্যবাদী কর্মকাণ্ডের মাঝে এটিই মৌলিক পার্থক্য। ফিদেল তাঁর পরিচালিত বিপ্লবের মাধ্যমে যে রাজনীতির বীজ বপন করেছিলেন, এগুলো সে রাজনীতির দৃষ্টান্ত। এগুলো কর্তব্যবোধের উদাহরণ। এ উদাহরণ হচ্ছে, জনগণের রাজনীতির কর্তৃত্বে থাকা রাষ্ট্রযন্ত্রের জন্যে। এ উদাহরণ বলছে – জনগণের সেবা কর। বহু বছর আগে মাও সে তুঙ [বর্তমানে মাও জে দোঙ হিসেবে উল্লেখিত হন] যখন তাঁর দেশে, চীনে, বিপ্লব পরিচালনা করছিলেন, তখন তিনিও একই কথা বলেছিলেন।

এনরিকে মরেনো গিমেরানেজ মার্তিকে** উদ্ধৃত করে বলেন:

"কিউবা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে যায় না। পৃথিবীজুড়ে সে যায় বোনের মত [...]"

রাজনীতির উপর কর্তৃত্ব

এনরিকে মরেনো ইউরোপে ন্যাটোর পূর্ব-নির্ধারিত সামরিক মহড়ার কথা উল্লেখ করেন, যা হতে যাচ্ছিল স্নায়ুযুদ্ধের পরবর্তীকালের সব চেয়ে বড় সামরিক মহড়া। সামরিক এ মহড়া হাজার হাজার সৈন্য ও জেনারেলের যোগদানের মত করে আয়োজন করা হয়েছিল।

এ মহড়াকে সীমিত করে ফেলতে আয়োজকদের বাধ্য করেছে মহামারী। ন্যাটোর পূর্ব-পরিকল্পিত এ মহড়া এবং দেশে দেশে কিউবার স্বাস্থ্যসেবা মিশনগুলো মহামারী আক্রান্ত এ গ্রহের বুকে একই সময়ে চলছিল। এ হল জীবনের দুটি পথ। প্রথমটি আধিপত্য ও শোষণের পথ, অন্য পথটি জীবনের জন্য ও সংহতির।

যে কেউ কিউবার স্বাস্থ্যসেবা মিশন সম্পর্কিত তথ্যের সাথে বহুজাতিক ঋণদাতা সংস্থার তথ্য মিলিয়ে দেখতে পারেন। দেশে দেশে, বিভিন্ন লোকালয়ে এবং জনগণের উপর বিভিন্ন বহুজাতিক ঋণদাতা সংস্থার চালানো ধ্বংসযজ্ঞের কথা আজ ভালভাবে নথিবদ্ধ রয়েছে। বহু বছর ধরে, ৫৬ বছরের বেশি সময় ধরে, কিউবা তার অর্থনীতি ও নাগরিকদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে; আর সব উন্নতি রাতারাতি করা সম্ভব নয়, কারণ দেশটিকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে একটি সাম্রাজ্যবাদী বৈরি বিশ্ব ব্যবস্থা, একটি অর্থনৈতিক অবরোধ, প্রতিকূল বিশ্ব বাজার। এগুলো কিউবার নাগরিকদের জীবনকে কঠিন করে তুলছে, মাঝে মাঝে তা হয়ে ওঠে ভীষণ কঠিন। কিন্তু, বিপর্যয়কর পরিস্থিতি কিউবাকে তার আন্তর্জাতিকতাবাদী দায়িত্ব থেকে বিরত করতে পারে নি, তার কাজের মানবীয় ধরনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি। দেশটি তাই জনগণের আদর্শ ও জনগণের রাজনীতির একটি দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার উপর জনগণ কর্তৃত্ব করলে যে কাজগুলো তারা করে যান, তার উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এ দেশ। রাজনীতি ও

রাজনৈতিক ক্ষমতার উপর কর্তৃত্ব ছাড়া জনগণ বা জনগণের রাজনীতি এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে না। রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়া এ ধরনের পদক্ষেপের কথা কল্পনা বা পরিকল্পনা করা সম্ভব, কিন্তু কখনোই প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।

লুলা যা বললেন

সংহতির এ কার্যক্রম দেখে ব্রাজিলের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এবং জনগণের কাতারের একজন নেতা, লুইজ ইনাসিও লুলা ডা সিলভা লেখেন:

আরও একবার, কিউবার সরকার ও জনগণ পৃথিবীর সামনে সংহতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, সব বাধা অতিক্রম করে, হোক সে বাধা অর্থনৈতিক, ভৌগলিক বা রাজনৈতিক চরিত্রের। (গ্রানমা, মার্চ ২৫, ২০২০)

২৩শে মার্চ, ২০২০ এ কিউবার প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল দিয়াজ-কানেলকে লেখা তাঁর চিঠিতে লুলা লিখেছিলেন:

করোনা ভাইরাস মহামারীতে আক্রান্তদের সাহায্য করতে কিউবার ডাক্তারদের ইতালি পৌঁছানোর ছবি দেখে আমি যে আবেগ অনুভব করেছি, আপনাকে তা জানানোর জন্য এ চিঠি লিখছি।

দুর্যোগের সময় এলেই আমরা প্রকৃত মহামানবদের চিনতে পারি। এবং এ রকম সময়ে, কিউবার জনগণ সব সময় মাথা উঁচু করে দাঁড়ান। কিউবার কার্যকর, তাৎক্ষণিক এবং বৈপ্লবিক সংহতি দীর্ঘ সময় জুড়ে এ গ্রহের বিভিন্ন অংশে দৃশ্যমান হচ্ছে। যারা এ দ্বীপকে অর্থনৈতিকভাবে অবরুদ্ধ ও রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চায়, এ হল তাদের প্রতি গর্বিত, সার্বভৌম জবাব।

জনগণের কাতারের এ নেতা স্মরণ করেন:

আমাদের *মোর ডক্টরস* কার্যক্রমে কিউবার ভূমিকার জন্যে ব্রাজিলের জনগণ আজীবন কিউবার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। এ কার্যক্রম ছিল এমন একটি যৌথ প্রচেষ্টা, যা অগণিত জীবন রক্ষা করেছিল এবং আমাদের স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের অনেক শিখিয়েছিল।

এ সহায়তা নিষ্ঠুরভাবে বাধাগ্রস্ত হয়, এমন এক সরকারের দ্বারা, যা জনগণের প্রতি উদাসীন এবং আত্মকেন্দ্রিক, অমানবিক আদর্শে অন্ধ। এ সরকার হচ্ছে বলসোনারো সরকার।

সাম্রাজ্য পদদলন করে যায়

অন্য পক্ষ – সাম্রাজ্য – কী করছে?

হাভানা থেকে ২০২০ এর ৪ঠা এপ্রিলে পাঠানো *এপি*র এক প্রতিবেদনে ("কিউবা: ইউএস এমবারগো ব্লকস্ করোনা ভাইরাস এইড শিপমেন্ট ফ্রম এশিয়া") বলা হয়:

কিউবার উপর যুক্তরাষ্ট্রের চাপিয়ে দেয়া ছয় দশকের অবরোধের কারণে করোনা ভাইরাস সহায়তার একটি চালান কিউবা যাওয়ার পথে আটকা পড়েছে। চীনের জ্যাক মা ফাউন্ডেশন মার্চে কিউবাকে ভেন্টিলেটর ও গ্লাভসসহ এক লক্ষ মাস্ক এবং দশটি কোভিড-১৯ ডায়াগনস্টিক কিট পাঠানোর চেষ্টা করে। ফাউন্ডেশনটি যুক্তরাষ্ট্র এবং এ অঞ্চলের আরও ২৪টি দেশসহ কিউবাকে একই ধরনের সহায়তা পাঠায়। কলম্বিয়া ভিত্তিক আভিয়াঙ্কা এয়ারলাইনসের পরিবহন বিমান এ সহায়তা কিউবায় নিয়ে যেতে অস্বীকার করে, কারণ এ কোম্পানির একটি বড় অংশীদার যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কোম্পানি, যা কিউবার উপর আরোপিত বাণিজ্য অবরোধের আওতায় পড়ে। এ অবরোধের নিয়মে ব্যতিক্রম করা হয় খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তার ক্ষেত্রে। কিন্তু জরিমানা অথবা নিষেধাজ্ঞার আওতায় তাদের বিচার হতে পারে, এ ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে কোম্পানিগুলো প্রায়ই এ সম্পর্কিত অর্থ সহায়তা বা পরিবহনের কাজে ভয় পায়। কিউবার যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কিত কার্যাবলির প্রধান কার্লোস ফার্নান্দো ডি কসিও বলেছেন, এ বাধা "আমাদের অবাক করে না। কিউবা তার মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করতে গিয়ে প্রতি দিন এ ধরনের বাধা মোকাবেলা করে।"

কিউবার উপর সাম্রাজ্যের আরোপিত এ অবরোধের ফলে ভেন্টিলেটরের নিয়মিত সরবরাহকারী দুইটি প্রতিষ্ঠানের সাথে কিউবার জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার যোগাযোগ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত এ অবরোধের ফলে কিউবার সাথে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান আইএমটি মেডিক্যাল এবং অ্যাকিউট্রনিক বাণিজ্যিক সম্পর্কের ইতি ঘোষণা করেছে। এ ঘটনা ঘটেছে যখন কোম্পানি দুটোকে যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি ভায়ার মেডিকেল ইনকরপোরেটেড নিজেদের মালিকানায় নিয়ে নিয়েছে। দুটি কোম্পানিই উল্লেখ করে যে, "দুর্ভাগ্যক্রমে, বর্তমানে আমাদের যে ব্যবসায়িক নির্দেশিকা রয়েছে, সে অনুসারে মেডিকিউবার সাথে সকল বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থগিত ঘোষণা করতে হচ্ছে।" কিউবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের পরিচালক ইউজেনিও মার্টিনেজ এনরিকেজ তার টুইটার একাউন্টে এ তথ্য দিয়েছেন। অবরোধের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি থেকে কিউবাকে ওষুধ কিনতে বাধা দেয়ার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন এ কূটনীতিক। মেডিকিউবার উপপ্রধান বা ভাইস প্রেসিডেন্ট লাজারো সিলভা এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। কিউবার জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য ওষুধ, যন্ত্রপাতি ও স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানী করে থাকে মেডিকিউবা নামক প্রতিষ্ঠানটি। এ ঘটনার মাত্র ঘন্টাখানেক আগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান তেদ্রোস আদানম গেব্রেইয়েসুস নিষেধাজ্ঞাকে "কোয়ারেন্টাইনে" পাঠাতে বলেছিলেন, যেহেতু "হাজার হাজার জীবন ঝুঁকির মুখে"। ওষুধ এবং অন্যান্য দ্রব্য কেনার জন্য কিউবা যুক্তরাষ্ট্রের ৬০টি ব্যবসায়িক সংস্থার সাথে যোগাযোগ করেছে। কিন্তু এদের মাঝে মাত্র ২টি সংস্থা সাড়া দিয়েছে। (ওয়ালকিরিয়া জুয়ানেস এবং সানচেজ রোনাল্ড সুয়ারেজ রিভাস, "ইউএস কোম্পানি বাইস ভেন্টিলেটর সাপ্লাইয়ার এন্ড ক্যানসেলস শিপমেন্ট টু কিউবা সাইটিং ব্লকেড", গ্রানমা, এপ্রিল ১৩, ২০২০)

যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার ফলে কিউবাকে বিপুল মূল্য দিতে হচ্ছে। কিন্তু কিউবা সব সময় দেশে দেশে দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষদের পাশে দাঁড়াচ্ছে। কিউবার স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের কথা অনুসারে, এ নিষেধাজ্ঞা কিউবার জন্য করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজনীয় চালান পাওয়া ভীষণ কঠিন করে তুলেছে। কিউবার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক পরিচালক নেসটর মারিমন প্রতিবেদকদের বলেন: এক দেশের বিরুদ্ধে আরেক দেশের যত রকম নিষেধাজ্ঞা আছে, তার মাঝে সব চেয়ে অন্যায্য, ভয়াবহ, দীর্ঘায়িত ব্যবস্থা হল অর্থনৈতিক অবরোধ। আর "যখন মহামারী ছিল না,

সে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে এখন আরও নিষ্ঠুর ও গণহত্যাকারী হয়ে উঠেছে" যুক্তরাষ্ট্রের এ অবরোধ। বিদেশের বাজার থেকে কিউবার স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত দ্রব্যাদি কেনার ক্ষেত্রে এ অবরোধ গুরুতর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যন্ত্রপাতি, দ্রব্যাদি, ওষুধ কেনা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। আমরা অনেক দূরের বাজার থেকে দ্বিগুণ, তিন গুণ দাম দিয়ে এসব সামগ্রী কিনতে বাধ্য হচ্ছি এবং অনেক ক্ষেত্রেই এগুলো পৌঁছায় দেরিতে। মারিমনের বক্তব্য অনুসারে, এ অবরোধের ফলে কিউবার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ২০১৯ সালের এপ্রিল থেকে ২০২০ সালের মার্চ পর্যন্ত ১৬ কোটি ডলার হারিয়েছে, যা এর আগের বছরের তুলনায় ৬ কোটি ডলার বেশি।

দুটি দিক এবং রাজনৈতিক প্রশ্ন

বাস্তবতার দুটি দিক এখানে চোখে পড়ে। এক দিকে, সংহতির চেতনা নিয়ে মানবতার সেবা করার পথে কিউবার যাত্রা; আর অন্য দিকে, কিউবা যে বিপ্লব করে যাচ্ছে, তা ধ্বংসের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের পথ। দিক দুইটি পরস্পরবিরোধী। প্রথম পথ হল, জীবনের প্রশ্নে জনগণের নেয়া অবস্থান। আর সাম্রাজ্যবাদী পথ হল, যা কিছু মানবীয় আছে, সব ধ্বংস করে দেওয়া। প্রথমটি মানুষের সেবা করা ছাড়া, মানুষের পক্ষে দাঁড়ানো ছাড়া, মানুষের কাছে যাওয়া ছাড়া, মানুষের সাথে মানুষের সংহতি ছাড়া টিকে থাকতে এবং সামনে এগোতে পারে না। আর অন্যটি, যা সাম্রাজ্যবাদী, তা মজ্জাগতভাবে জনবিরোধী, প্রকৃতিগতভাবেই মানুষের সেবা করতে অক্ষম, মানুষকে হত্যা করতে তৎপর। দুই দিকেরই নিজস্ব আদর্শ এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ রয়েছে। একটি হল জনগণের এবং অন্যটি সাম্রাজ্যবাদীদের।

কিউবা যে উদাহরণ স্থাপন করছে তা আরেকটি সত্যকে তুলে ধরে: জনগণের সৃজনী ক্ষমতা, জীবনের পক্ষে লড়াই করা ও এর পক্ষে দাঁড়ানোর ক্ষমতা। কিউবা যে পরিমাণ সম্পদের অধিকারী আর সাম্রাজ্য যে পরিমাণ সম্পদের উপর কর্তৃত্ব করে, তার তুলনা লক্ষ্যণীয়। সাম্রাজ্যের সম্পদের পরিমাণ বিপুল। কিন্তু তা জনগণের উপকারে লাগে না। কিউবার সম্পদ অল্প। কিন্তু মানুষের সেবা করার আদর্শ ও রাজনীতির কারণে এ অল্প সম্পদই মানুষের সেবায় কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এটি নির্দেশ করে দেশে দেশে জনগণ কী করতে পারেন, যদি সম্পদের নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে থাকে, যদি জনগণ বিজ্ঞানকে মানুষের কল্যাণে লাগাতে পারেন, যদি দক্ষতাকে মানুষের কাজে লাগানো যায়। এসব সম্ভব, যদি জনগণ রাজনীতির উপর কর্তৃত্ব করতে পারেন। মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কিউবার ভূমিকা তাই একটি রাজনৈতিক শিক্ষা হিসেবে, একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন হিসেবে অবস্থান করছে।

মৌলিক প্রশ্ন

মহামারীর বিরুদ্ধে কিউবার লড়াই টাকাওয়ালাদের অসারতা ও বিশ্বাসঘাতকতাকে প্রকাশ করে দিয়েছে। টাকাওয়ালা ব্যক্তিবর্গ বিশ্ব পর্যায়ে পুঁজির মালিক। ভৌগলিকভাবে ছোট একটি দেশ তার স্বল্প সম্পদ নিয়েও অল্প সময়ের মাঝে তার স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের সংগঠিত করে দেশে দেশে মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পাঠাতে সক্ষম। কিন্তু বড় কর্তাদের সে সক্ষমতা নেই। কর্তাদের সাহায্য নিতে হয়।

তা সত্ত্বেও, বড় কর্তারা সব সময় বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ অর্থ ধার দিয়ে থাকেন, এসব প্রকল্পের অনেকই সে দেশগুলোর পরিবেশ-প্রতিবেশকে ধ্বংস করে দিয়েছে। ব্যক্তি মালিকানাধীন ক্ষেত্রেও টাকা ঢালার সক্ষমতা রয়েছে কর্তাদের। বিনিয়োগ করা এ টাকা সব সময়

কর্তাদের পকেটে আগের চেয়ে পরিমাণে বেশি হয়ে ফিরে যায়। কর্তারা সব সময় জনগণকে জ্ঞান দিতে থাকেন – "কীভাবে জীবিকা উন্নত করতে হবে, কীভাবে দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে আসতে হবে, কীভাবে গণতন্ত্রায়ন করতে হবে"। কর্তারা সব সময় দক্ষতার সাথে বিশ্লেষণী প্রতিবেদন তৈরি করতে জানেন, যে সব প্রতিবেদনের প্রচ্ছদ হয় বর্ণিল, থাকে তালিকা, লেখচিত্র, ইত্যাদি, যেগুলো তাদের ধারণাগুলোকেই বাজারজাত করে। কিন্তু মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হাতিয়ার তৈরি করতে পারে, এমন গবেষণা সংস্থার পেছনে কিউবা যেভাবে অর্থ ব্যয় করে, কর্তারা তা করতে জানেন না। এক্ষেত্রে কর্তারা সব সময় ব্যর্থ। আর কর্তারা সব সময় ব্যর্থ হন তাদের বিধ্বংসী তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক কাজের জন্য লজ্জা পেতে। দেশে দেশে এ রকম মহামারীর বিরুদ্ধে বা বিশ্বব্যাপী বর্তমান মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কার্যকর বেশ কয়েকটি ওষুধ তৈরি করেছে কিউবার যে গবেষণা সংস্থা, তার যাত্রা শুরু হয়েছিল মাত্র দুইশ বর্গমিটারেরও কম আয়তনের এক দালানে। যে কেউ অনুমান করতে পারেন কতটুকু সম্পদ সে সংস্থার কাছে ছিল বা কিউবা তার জন্য কতটুকু তহবিল বরাদ্দ করতে পেরেছিল। মোটা মোটা প্রতিবেদন তৈরির পেছনে বছরের পর বছর কর্তারা যে অর্থ খরচ করেন, এ বরাদ্দকৃত তহবিল অবশ্যই তার চেয়ে অনেক অনেক কম। আর কর্তাদের সে মোটা মোটা প্রতিবেদনের কাজ তো তাদের ভাবনাগুলোকে বাজারজাত করা, জনগণের সম্পদ শোষণ করে নেওয়া, দেশে দেশে বিশেষজ্ঞদের কিনে নেওয়া। কর্তারা তাদের গভীর বিশ্লেষণ আর অর্থ দিয়ে এ রকম একটি সংস্থার পরিকল্পনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন, যা এ ধরনের মহামারীর মোকাবেলার জন্যে দেশে দেশে স্বাস্থ্যকর্মীদের সংগঠিত করতে পারে। এরপরেও, কর্তাদের বিবেচনায় শত্রু, এমন রাজনৈতিক কাঠামোর বিরুদ্ধে অশান্তিকে উসকে দিতে তরুণদের এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কর্মীদের কর্তারা সংগঠিত করেন। কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, শ্রম, স্বাস্থ্য, শিক্ষা থেকে শুরু করে আইন, বিচার ও নির্বাচনসহ রাজনীতির বিভিন্ন বিষয়ে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত নানা ক্ষেত্রে জ্ঞান দিতে কর্তারা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

সুতরাং, কিউবা–উদাহরণটি রাজনীতি এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করে – কারা কী কাজে কী উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যবহার করবে? এবং কার সেবা করা হবে? জনগণের না–কি মুনাফাখোরদের? কর্তারা কখনো এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে আসবেন না। যেহেতু তারা মর্যাদাসম্পন্ন ভদ্রলোক, তাই তারা লজ্জায় এ সব প্রশ্নের কাছ থেকে নিজেদের সরিয়ে নেবেন, আর লুটের জন্য নিজেদের ভাবনাগুলো বিক্রিতেই ব্যস্ত হয়ে রইবেন। তাই, জনগণকেই এ প্রশ্নগুলোর জবাব খুঁজতে হবে – জীবন, না–কি, মৃত্যু? প্রাণ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এমন মানবীয় পৃথিবী? না–কি, বর্তমান করোনা ভাইরাসে যেমন দেখা যাচ্ছে, তেমনিভাবে দেশে দেশে জীবনের জন্য জরুরি বিষয়ের প্রতি অবহেলা আর লোভের প্রতি ভালবাসা থেকে গণহারে মানব হত্যা?

অনুবাদকের নোট:

* ব্রিটিশ প্রমোদতরী *এম এস রেমারে* ৬৮২ জন যাত্রীসহ প্রায় ১ হাজার মানুষ অবস্থান করছিলেন। এদের মাঝে কয়েক জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত হন। এমন পরিস্থিতিতে বন্দরে ভিড়তে পারার অনুমতি চেয়ে যুক্তরাজ্য সে অঞ্চলের অনেক বন্ধু দেশকে অনুরোধ করলেও তাতে সাড়া মেলে নি। এ বন্ধু দেশগুলোর কেউ কেউ ব্রিটিশ কমনওয়েলথেরও সদস্য! বাধ্য হয়ে জাহাজটি ক্যারিবিয়ান সমুদ্রে এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে ভেসে বেড়াচ্ছিল। এরপর যুক্তরাজ্য কিউবার

কাছে সহায়তা চেয়েছিল। কিউবা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে দ্বিধা করে নি। ১৮ই মার্চে জাহাজটি কিউবার বন্দরে নোঙর করে। জাহাজের সকল যাত্রীকে নিরাপদে নামার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। আক্রান্ত ও সুস্থ যাত্রীদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা রাখাসহ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নীতি অনুসরণ করে যাত্রীদের দেশে ফেরত যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয় কিউবা।

** **হোসে জুলিয়ান মার্তি পেরেজ:** হোসে মার্তি নামেও পরিচিত। কিউবার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এ সংগঠক একইসাথে পরিচিত ছিলেন লেখক ও কবি হিসেবে। তাঁর লেখনীর মাধ্যমে কিউবার জনগণকে অনুপ্রাণিত করেছেন। কিউবার উপর স্পেনের আধিপত্যের বিরোধিতা করে কারাবরণ করেছিলেন তিনি। ১৮৯৫ সালে কিউবার স্বাধীনতার জন্য স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।